51

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 01 MAY 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম

মাধ্যমিক পরীক্ষা

ওএমআর পদ্ধতি কি—

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

আসন্ন এসএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র পূরণের নতুন পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উৎকণ্ঠা কাটেনি। সরকারীভাবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেয়া

(শেষ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

ওএমআর

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা উত্তরপত্র পূরণের পদ্ধতি সম্পর্কে পরীক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেননি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এসএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্রের নৈর্ব্যক্তিক অংশ দেখা হবে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে। যে যন্ত্রের সাহায্যে খাতা দেখা হবে, তার নাম 'অপটিক্যাল মার্ক রিডার (ওএমআর)' বা 'আলোক প্রতিফলনের মাধ্যমে চিহ্ন পরীক্ষক'।

আইসিএস বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার গাজী জাহিদ আহমেদ জানিয়েছেন, ওএমআর যেহেতু আলোক প্রতিফলনের মাধ্যমে কাজ করে। তাই প্রতিফলিত রশ্মির নির্ভুলতাই-এর মাধ্যমে উত্তরপত্র পরীক্ষার নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে পারে।

নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে প্রশ্নের বিপরীতে উত্তরপত্রে 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ' চিহ্নিত গোলাকার বৃত্ত থাকবে। পরীক্ষার্থী যে বৃত্ত পূরণ করবে, ওএমআর-এ ঢুকানোর পর সেখান থেকে কোন প্রতিফলিত রশ্মি আসবে না। উত্তরপত্রের বাকি সব জায়গা থেকে রশ্মি আসবে। আলোক প্রতিফলন আসা ও না আসা থেকেই ওএমআর উত্তরগুলো পড়বে। যেখান থেকে রশ্মি আসবে না, সেখানে সে একটি উত্তর মনে করবে। তাই বৃত্তটি যত গাঢ় কাল হবে, নির্ভুলতা ততই বাড়বে। কালো রঙের চেয়ে নীল রঙ তুলনামূলকভাবে হালকা এবং এতে আলোক প্রতিফলিত হয়। তাই গাঢ় কালো মোটা নিবের বল পয়েন্ট কলম ব্যবহার করা শ্রেয়।

প্রকৌশলী জাহিদ আরও জানান, পরীক্ষার্থী যে বৃত্তটি পূরণ করবে, তার পরিধিসহ ভিতরের পুরো অংশটিই কালো করতে হবে। এর কোন অংশ যেন সাদা না থাকে কিংবা হালকা না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, একই দাগে একাধিক বৃত্তে দাগ দেয়া হলে তা ভুল বলে গণ্য হবে। উত্তরপত্রে বৃত্তাকার স্থানে ছিদ্র হয়ে গেলেও ওএমআর তাকে ভুল হিসাবে চিহ্নিত করবে। উত্তরপত্র পরীক্ষার আগেই ওএমআর-এ সঠিক উত্তরগুলো দেয়া থাকবে বলেও তিনি জানান।